কম্পিউটার জগতের খবর

সবচেয়ে কম বিনিয়োগ
টেলিযোগাযোগে বাংলাদেশ সবার পিছনে

সম্প্রতি জানুয়ারী ঢাকায় "পশ্চিম এবং দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক এক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ পেকা টারজান বলেন– মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন উন্নত টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে। এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে ডাক ও তার মন্ত্রণালয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডাক ও তার **মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম**। স্বাগত বক্তৃতা রাখেন ডাক ও তার সচিব ডঃ এ.এম.এম. শওকত আলী।

সম্মেলনে বক্তারা জানান– টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়নে পৃথিবী ক্রমশঃ "বিশ্ব পল্লীতে" পরিণত হচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ প্রযুক্তির অগ্রগতির সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টেলিফোনের চাহিদা রয়েছে। আগামী ২০০২ সাল নাগাদ এ চাহিদা দাঁড়াবে ৮ লক্ষে। স্বল্প বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করে বক্তারা জানান বাংলাদেশে জিডিপি-র মাত্র ০.২% এখাতে ব্যয় করা হয়। অন্যদিকে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড এবং ভারতে যথাক্রমে ৬%, ৫.৩%, ৪.৬% এবং ৫.৭% ব্যয় করা হয়।

উন্নত দেশসমূহে এ ব্যয় জিডিপির ৩%এর মত।

Acer–এর আয় বেড়েছে

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

এসার ইনক জানিয়েছে ১৯৯৩ সালে তাদের মূল তাইওয়ানের কোম্পানীর নীট আয় ১.০৮ বিলিয়ন এনটি ডলার (৪.০৮ কোটি আমেরিকান ডলার) হবে। গত ১৯৯২ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ছিল ৫.৬ কোটি এনটি ডলার। এ সময়ে মূল এসার কোম্পানীর বিক্রি ৫৮% বেড়ে ১২.২৪ বিলিয়ন এনটি ডলার থেকে ১৯.৩৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

এসারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফিলিপ পেঙ জানিয়েছেন, বিশ্বের অন্যান্য স্থানে যেখানে এসার পিসির চূড়ান্ত সংযোজন হয়, সেখানে যন্ত্রাংশ পাঠানোর পরিমাণ বেড়ে গেছে। ১৯৯৩ সালে কোম্পানীর গোষ্ঠির মুনাফা হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ ২ বিলিয়ন এনটি ডলার। গোষ্ঠির বিক্রি ৬৭% বেড়ে ৫০ বিলিয়ন এনটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

এসারের মুনাফা বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে– আমেরিকার টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস–এর সাথে যৌথ উদ্যোগে তার DRAM চিপ তৈরি করা। মিঃ পেঙ জানান– ১৯৯৪ সালে এসারের মূল কোম্পানীর বিক্রি দাঁড়াবে ২০ বিলিয়ন এনটি ডলার। গোষ্ঠির বিক্রি দাঁড়াবে ৬২.৫ বিলিয়ন এনটি ডলার।

এসারের বিক্রি বাড়ার যে সমস্ত কারণ দেখানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে এসারের নতুন নতুন পণ্য যেমন RISC ভিত্তিক পিসি, ভিডিও কনফারেন্সিং কমপিউটার এবং পিডি এ সমূহ।

কম্প্যাক তার হ্যান্ডহেল্ড পিসি নতুন করে ডিজাইন করবে?

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

এপল কমপিউটার ইনক-এর **নিউটন ম্যাসেজ প্যাড** ঠিকমত হাতের লেখা বুঝতে না পারায় তীব্র সমালোচনার সম্মুখীণ হওয়াতে কম্প্যাক কমপিউটার কর্পো. তার পূর্ব ঘোষিত হ্যান্ডহেল্ড পিসি নতুন ডিজাইন করে বাজারে ছাড়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। এটি এ বছরের প্রথম দিকে বাজারে ছাড়ার কথা ছিল। এখন এটি এ বছরের শেষ নাগাদ বাজারে আসতে পারে। নতুন মেশিনটিতে কী-বোর্ড অপশন থাকবে এবং এটি চালোনার জন্য হাতের লেখার প্রয়োজন পড়বে না।

বিশেষজ্ঞগণ কম্প্যাকের এ সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সমর্থন জানিয়েছেন। এপলের একজন মুখপাত্র কম্প্যাকের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতামত জানাতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, হাতের লেখা চেনার কারো প্রযুক্তিই নিখুঁত নয়। তবে এপলেরটাই এখনো সেরা।

সাংবাদিক শূণ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিল গেটস ভার্সন ২.০

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

বিল গেটস ভার্সন ২.০ আত্ম প্রকাশ করেছে। নব বর্ষের শুভদিনে হাওয়াইয়ান দ্বীপ লানাইতে সাংবাদিকবিহীন এক অনুষ্ঠানে বিশ্বের সবচেয়ে কাংখিত ব্যাচেলর উইলিয়াম এইচ গেটস স্ত্রী বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করেন।

গেটস (৩৮) সাংবাদিকদের কখনো নিরাশ করতেন না। কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানটি তিনি একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। লানাইয়ের মেলনি বে হোটেলের ২৫০টি রুমই এবং পাশের দ্বীপ মাউইয়ের সকল হেলিকপ্টার ভাড়া করে রাখেন যাতে করে কোন ভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকগণ আসতে না পারেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানটি হয় লানাই দ্বীপের ১৭নং গলফ কোর্সে। রক তারকা এলিস কুপার এবং পল্লী গায়ক উইলী নেলসনসহ ১৩০ জন অতিথি পিসি সফটওয়্যারের সবচেয়ে পরাক্রমশালী পুরুষের বিবাহ অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন।

নতুন মিসেস গেটস হলেন মেলিণ্ডা ফ্রেঞ্চ। তিনি মাইক্রোসফটের পাবলিশার প্রোডাক্ট গ্রুপের প্রোডাক্ট ম্যানেজার। মিসেস গেটস ১৯৮৭ সালে মাইক্রোসফটে যোগদান করেন। ৬ বছর পর বিল গেট তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

সফটওয়্যার বাজারে ভবিষ্যতে বিল গেটস ভার্সন ২.০ কতটুকু আধিপত্য বিস্তার করবে তা কেউ বলতে পারছে না।

নাম পাল্টালো এনসিআর

২৬ জানুয়ারী আমেরিকান টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানী (এটি এণ্ড টি) ঘোষণা করেছে যে, তাদের অঙ্গ সংগঠন এনসিআর–এর ১১০ বছরের পুরাতন নাম পরিবর্তন করে **AT & T Global Information Solutions** রাখা হবে। এটির মূল অভিভাবক কোম্পানীর নামের সুপরিচিতিকে ব্যবহারের জন্য পুরানো নাম কেবল মাত্র ব্যবহৃত হবে NCR–অটোমেটেড টেলার মেশিন এবং চেকআউট স্ক্যানার সমূহে।

এএসটি এখন অন্যতম বৃহত্তম পিসি প্রস্তুতকারক
ট্যান্ডি–র পিসি ইউনিট কিনে এএসটির আয় বেড়েছে ৯৫%

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

ট্যান্ডির পিসি ইউনিট কেনার পর এএসটি এখন আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম পিসি প্রস্তুতকারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১ জানুয়ারীতে শেষ হওয়া ২য় কোয়ার্টারে কোম্পানীটির মুনাফা বেড়েছে ২২.৬% গত বছরের তুলনায় আয় বেড়েছে ৯৫%। এক বছর আগে আয় ছিল ৩৪.৬৩ কোটি ডলার। এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭.৭ কোটি ডলার। ইউরোপে যেখানে মন্দার কারণে অন্যান্য কোম্পানীর বিক্রি খুব কমে গেছে এএসটির সেখানে বিক্রি বেড়েছে ১১৩%।

ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পোরেশনের তথ্য মতে– গত বছর ট্যান্ডির উৎপাদন বাদ দিয়েও শুধু আমেরিকার বাজারে কোম্পানীটি কমপিউটার বিক্রি করেছে ৫,৩০,০০০ ইউনিট যা পূর্ববর্তী বছরের ৬৬% বেশি। ট্যান্ডির বিক্রয়সহ হিসাব করলে গত বছর আমেরিকাতে এএসটির অবস্থান দাড়ায় ৫ম স্থানে। কেবলমাত্র গত কোয়ার্টারে বিশ্বজুড়ে কোম্পানীটির কমপিউটার বিক্রি হয়েছে ৪,২০,০০০ ইউনিট। এই কোয়ার্টারে (গত বছর শেষ ৩ মাসে) এএসটির নোট বুক বিক্রি হয়েছে ৭২,০০০ টি।

১৪ বছর আগে এএসটির প্রতিষ্ঠাতা **ইঞ্জিনিয়ার শফি কোরেশী**, সহপ্রতিষ্ঠাতা এলবার্ট ওয়াঙ্গ এবং টমাস ইউয়েন নিয়ে আইবিএমকে এড-অন সরবরাহ করার ছোট্ট একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে আইবিএম এড–অন নেয়া বন্ধ করলে কোম্পানীটি পিসি তৈরি শুরু করে। পরবর্তীতে সহপ্রতিষ্ঠাতা দুজন এএসটি ত্যাগ করেন।

শফি কোরেশী প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর জোর দেন এবং আইবিএম-এপলকে ব্যবসায়ে হারানোর জন্য **কম্প্যাকের** সাথে যৌথ সহযোগিতায় নোটবুক পিসি তৈরি করেন।

তিনি বলেন মূল্য হ্রাস প্রতিযোগিতায় মুনাফার অংশ কমে গেলেও এএসটির পিসি বিক্রি যে হারে বাড়ছে তাতে তাদের চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

আমেরিকায় আড্ডাখানায় আলোচনায় এখন
গাড়ী, স্পোর্টস এবং সেক্সের বদলে কমপিউটার

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

আমেরিকার সমাজে এখন স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে গাড়ীর বদলে কমপিউটার আবির্ভূত হচ্ছে। ক্লাবে, বারে, আড্ডাখানায় বিষয় এখন গাড়ী, স্পোর্টস বা সেক্সের বদলে চলে আসছে র‍্যাম, হার্ডড্রাইভ, ক্লক স্পীড মেগাবাইট এবং পিসির দাম। যারা সমাজে কমপিউটারের বিট, বাইট বা স্পীড নিয়ে কথা বেশি বলতে পারছেন তাদের কদর বাড়ছে। সর্বাধুনিক চিপসহ বিপুল ক্ষমতার পিসি এখন আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

Acer-এর পিসি ভিডিও সিস্টেম
(আমেরিকা প্রতিনিধি)

ক্যালিফোর্নিয়ার এসার মাল্টিমিডিয়া ল্যাব গত দেড় বছর গবেষণা করে একটি নতুন পিসি থেকে পিসিতে ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি পণ্য বাজারে আসবে। দাম ৬০০০ মার্কিন ডলার। এর ফলে এক পিসি থেকে অন্য পিসিতে ছবি, কণ্ঠস্বর এবং ডাটা সহজে আদান-প্রদান করা যাবে। সিস্টেমটিতে থাকবে 486DX-ভিত্তিক একটি পিসি যার মনিটরের পাশে সংযুক্ত থাকবে একটি ক্যামেরা।

এটিএণ্ডটির ২টি চিপ সেট ব্যবহার করে এটিএণ্ডটির সহযোগিতায় তাইওয়ানের এসার কোম্পানী এটি তৈরি করেছে।

NICNET ৩৯টি দেশে সংযুক্ত হচ্ছে
(ভারত প্রতিনিধি)

ভারতের NIC-র দেশব্যাপী কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক NICNET, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৩৯টি দেশের ৪৭টি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হচ্ছে। এতে ব্যবহারকারীরা হাজার হাজার ডাটাবেজে এক্সেস করতে পারবে।

ভারতের ৫০০টি জেলার ৮০০ অবস্থান জুড়ে রয়েছে NICNET. এটি একটি NEC মেইনফ্রেম সার্ভার ব্যবহার করে।

মাইক্রোল্যাণ্ডের নতুন ঠিকানা

মাইক্রোল্যাণ্ড ইন্সটিটিউট অব কমপিউটার এণ্ড ইলেক্ট্রনিক্স ১ ফেব্রুয়ারী '৯৪ থেকে নতুন ঠিকানায় তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করেছে। নতুন ঠিকানা ঃ বাড়ী নং ৬, রোড নং ১৪, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা – ১২০৯, ফোন ঃ ৩২৪৮৪৩।

মাইক্রোসফট–এর এক্সেল ৫.০

মাইক্রোসফট তার জনপ্রিয় স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম এক্সেল ফর উইণ্ডোজ ভার্সন ৫.০ বাজারে ছেড়েছে। এর প্রথম ৫ লক্ষ কপি মাইক্রোসফট অফিস ৪.০–এর ক্রেতাদের বিনামূল্যে দেয়া হবে।

'অফিস' হচ্ছে একটি সফটওয়্যার সুইট যাতে রয়েছে ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশীট, প্রেজেন্টেশন এবং গ্রাফিক্স। অফিস–এর প্রো সংস্করণে এছাড়াও রয়েছে মাইক্রোসফট এক্সেস নামে একটি রিলেশনাল ডাটাবেজ এপ্লিকেশন।

এক্সেল ৫.০–এ Intellisense নামে মাইক্রোসফটের একটি নতুন প্রযুক্তি যোগ করা হয়েছে যা ব্যবহারকারী কি করতে চায় তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুধাবন করতে পারবে। ডাটাবেজ ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য এতে Autofilter নামে একটি ফীচার যুক্ত রয়েছে। আরও রয়েছে ইচ্ছেমাফিক এপ্লিকেশনসমূহ তৈরি করার জন্য ভিজুয়াল বেসিক প্রোগ্রামিং সিস্টেম এবং এপ্লিকেশন্স এডিশন নামক টুল।

একুশের মেলায় কমপিউটার জগৎ প্রকাশনা

কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনায় ৮টি বই বাংলা একাডেমীতে একুশের মেলায় পাওয়া যাবে দিনরাত্রি প্রকাশনী এবং বিজনেস স্টাডি ক্লাবের স্টলে।

এছাড়া এলবাম এবং পুরানো সংখ্যা কমপিউটার জগৎ-ও পাওয়া যাবে উক্ত স্টলে।

আইবিএম-এর উচ্চক্ষমতার AS/400

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস কর্পোঃ ১ ফেব্রুয়ারী এএস/৪০০ সিরিজের একটি নতুন উচ্চ ক্ষমতার মডেল বাজারে ছাড়ার কথা ঘোষণা দিয়েছে। এতে ২০% অতিরিক্ত পারফরমেন্সের সুবিধা রয়েছে। অথচ দাম কিঞ্চিৎ বেশি। কিন্তু এর সাথে দেয়া সফটওয়্যারের দাম বেশি হবে না।

ধারণা করা হচ্ছে এই প্রোডাক্ট লাইনের অন্যান্য মডেলের দাম এর ফলে হ্রাস করা হবে। আইবিএম এ বছরের শেষ দিক থেকে সফটওয়্যারের দাম কমানোর জন্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করবে। এতে ব্যবহারকারীদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বিক্রিত সফটওয়্যারের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

আগামী বছর আইবিএম পাওয়ারপিসি চিপ ব্যবহার করে নতুন মডেলের এএস/৪০০ বাজারে ছাড়বে। ফলে এর দাম আরও কমে যাবে, গতি দ্রুততর হবে এবং এতে অনেক বেশি এপ্লিকেশনস ব্যবহার করা যাবে।

আইবিএম এ পর্যন্ত ৪ লাখেরও বেশি এএস/৪০০ মেশিন বিক্রি করেছে। ১৯৮৯, ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালে এএস/৪০০ বিক্রি হয়েছে যথাক্রমে ৩.১, ৩.৭৫ এবং ৩.৭ বিলিয়ন ডলার। অন্যান্য কোম্পানীর উৎপাদিত মেশিনের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে গত বছর বিক্রি কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩.৩ বিলিয়ন ডলার। লাভের অঙ্ক '৯২তে যেখানে ছিল ৭৮০ মিলিয়ন ডলার '৯৩ সালে তা দাঁড়ায় ৮৫ মিলিয়ন ডলারে। ১৯৯৩ সালে বিশ্ব মিডরেঞ্জ কমপিউটার বাজারে আইবিএম-এর অংশ ছিল প্রায় ২৪%।

ইউএস ট্রেড শো-তে এবাকাসের বিক্রি সর্বাধিক

এবাকাস এণ্ড অটোমেশন লিঃ এর বিক্রয় সমন্বয়কারী জানিয়েছেন যে, এবারের ইউএসট্রেড 'শো'তে AST-র একটি ব্রান্ডের কমপিউটার সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছে। কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিনিধি মেলার ৩ দিন খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, AST-র বিশেষ সুবিধা সম্বলিত কমপিউটার অত্যন্ত সুবিধাজনক দামে দেয়ায় প্রায় পঞ্চাশটি পিসি বিক্রি হয়েছে।

এবাকাস এণ্ড অটোমেশন এই সুবিধা ইউএস ট্রেড শো'র ৩ দিনের জন্য উন্মুক্ত রাখলেও পরবর্তী পর্যায়ে এই সুবিধাযুক্ত পিসি কেনার জন্য এবাকাসের অফিসে অনেক ইচ্ছুক ক্রেতারা ভীড় করেন বলে জানা গেছে।

এবাকাসের ঠিকানা পরিবর্তন

AST-র একমাত্র পরিবেশক এবাকাস এণ্ড অটোমেশন লিঃ সম্প্রতি রোড নং-১৪, বাড়ী নং-৬, ধানমন্ডি আ/এ (সোবাহানবাগ মসজিদের গলিতে, সোবাহান কমিউনিটি সেন্টারের বিপরীতে) অফিস পরিবর্তন করেছে।

ফোন নম্বর হচ্ছে ঃ ৮১৩৪৭৭, ৮১৬৯১৭ এবং ফ্যাক্স নম্বর হচ্ছে ঃ ৮১৩০১৭।

এবাকাসের অফিস পরিবর্তন উপলক্ষে এক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মিলাদে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবাকাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম, পরিচালক মঞ্জুরুল ইসলাম এবং কমপিউটার জগৎ–এর প্রধান নির্বাহী।

আইবিএম–এর এন্টিভাইরাস

আইবিএম করপোরেশন সম্প্রতি বাজারে ছেড়েছে তাদের এন্টিভাইরাস/ডস এবং এন্টিভাইরাস/২–এর ১.০৩ ভার্সন।

কম্প্যাকের সাবনোটবুক 'Aero'
(আমেরিকা প্রতিনিধি)

আমেরিকার কম্প্যাক কমপিউটার কর্পো. Aero নামে ১ দশমিক ৫ কিলোগ্রাম ওজনের সাদা/কালো স্ক্রীনের একটি 'সাবনোটবুক' বাজারে ছেড়েছে। ৩ কেজি ওজনের একটি নোটবুকে সচরাচর যে সমস্ত ফীচার থাকে এতে তার প্রায় সবই থাকবে।

কম্প্যাকের Aero-এর দাম ১৪০০ ডলারের কাছাকাছি। এটির দাম তার সমমানের অন্যান্য কোম্পানীর চেয়ে প্রায় ১০০০ ডলার কম। যদিও আইবিএম-এর থিঙ্কপ্যাড, তোশিবার প্রোটেজিসহ গেটওয়ে ২০০০, জিওস ইন্টারন্যাশনাল এবং এইচপির একই ধরনের পণ্যের সাথে তুমুল প্রতিযোগিতা করে কম্প্যাককে বাজারে প্রবেশ করতে হবে। তবুও বিশেষজ্ঞদের ধারণা দাম কম হওয়ায় বিশেষ করে বাসাবাড়ীর জন্য এটি ব্যাপক বাজার পাবে। কম্প্যাক এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করতে পারে।

বড় মেশিনের চেয়ে বিক্রি কম হলেও সাবনোটবুকের বাজার দ্রুত বাড়ছে। এ বছর ১৩ লক্ষ সাবনোটবুক বিক্রি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত বছর বিক্রি হয়েছিল ৬,১৩,০০০ ইউনিট। ৫ বছরের মধ্যে সাবনোটবুকের বিক্রি নোটবুক পিসির সমান হবে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন।

ইন্টেল বলছে পিসির দাম কমবে

বিশ্বের সর্ববৃহৎ মাইক্রোচিপ নির্মাতা ইন্টেল আশা করছে যে পিসির দাম আরো হ্রাস পাবে, বিশেষ করে তাদের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পেন্টিয়াম চিপ ভিত্তিক পিসির দাম ১৯৯৪ সালের শেষে ১০০০ ডলার কমে যাবে। বর্তমানে এটির দাম প্রায় ৩০০০ ডলার।

ডাটা কনফারেন্সিং পণ্য

বেল আটলান্টিক ও ইন্টেল যৌথভাবে একটি পারসোনাল কমপিউটার ডাটা-কনফারেন্সিং পণ্য উদ্ভাবন ও বাজারজাতের ঘোষণা দিয়েছে।

IBCS-PRIMAX -এর ডিপ্লোমা সনদ বিতরণ

গত ৯ জানুয়ারী আইবিসিএস প্রাইমেক্স সফটওয়্যার (বাংলাদেশ) লিমিটেড কার্যালয়ে কমপিউটার বিজ্ঞানে এনসিসি (ইউকে) ডিপ্লোমা সনদ বিতরণ করা হয়।

সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেইলী স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম। তিনি মানব সম্পদ উন্নয়নে আইবিসিএস প্রাইমেক্সের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং তথ্য প্রযুক্তির যুগ জয়ের জন্য কমপিউটারকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগে সরকারী উদ্যোগের আহ্বান জানান। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে এটি চালু করার জন্যও তিনি দাবী জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিসিসির উপপরিচালক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মজিবুর রহমানও বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী এ.ওয়াই.এম. আহমেদ।

কমপিউটার এসোসিয়েশনের নিউজ লেটার

বাংলাদেশ কমপিউটার এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম–এর মুখপত্র 'বিসিএ নিউজলেটার' গত জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। ছয়পৃষ্ঠা বিশিষ্ট অফসেট কাগজের এই মুখপত্রটি এখন থেকে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

স্বাগতম 'সান'

আমেরিকার সান মাইক্রোসিস্টেমস ঢাকার আইবিসিএস-প্রাইমেক্স সফটওয়্যার (বাংলাদেশ) লিমিটেডকে 'সান এলায়েন্স পার্টনার' হিসাবে নিযুক্ত করেছে। আইবিসিএস প্রাইমেক্স বাংলাদেশে 'সান সার্ভিস সেন্টার' হিসাবেও কাজ করবে– যা সহায়তা দানের জন্য হংকংয়ে অবস্থিত সান সার্ভিস সেন্টারের সাথে মডেমের সাহায্যে অন-লাইনে যুক্ত থাকবে। স্থানীয় সান ব্যবহারকারীগণ মডেমের সাহায্যে আইবিসিএস-প্রাইমেক্সের সাথে যুক্ত হতে পারবেন।

চার বিলিয়ন ডলারের আমেরিকার এই কোম্পানীটির সার্ক অঞ্চলের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টর রজার স্প্রিংমেয়ার গত ২১শে জানুয়ারী স্থানীয় একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে সান-এর 'এলায়েন্স পার্টনার' নিয়োগ ঘোষণা করে বলেন, সান বাংলাদেশে তার বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মিঃ স্প্রিং মেয়ার

প্রচার বিমূখ ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিনোদ খোশলা যুক্তরাষ্ট্রের সান মাইক্রোসিস্টেম–এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান। মাত্র ১২ বছর বয়সের এই প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ওপেন সিস্টেম ওয়ার্ক স্টেশন সার্ভার প্রস্তুতকারক কোম্পানীটি। এই পণ্যের বাজারের ৪০% দখল করে আছে। SPARC আর্কিটেকচারের এবং সোলারিস মাল্টি উইজার অপারেটিং সিস্টেমের উপর প্রতিষ্ঠিত সান বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ইউনিক্স সল্যুশন অফার করে থাকে। কোম্পানীটি জানিয়েছে সোলারিস ইউনিক্স ইন্টেলের ৪৮৬ চিপেও চলবে এবং এতে উইণ্ডোজ এপ্লিকেশনসমূহও চালানো যাবে। সানের রয়েছে ৮,৫০০ প্যাকেজ প্রোগ্রাম।

মিঃ স্প্রিংমেয়ার জানান ষাটের দশক ছিল মেইনফ্রেমের ও ৮০-এর দশক ছিল যথাক্রমে মিনি এবং পিসির, ৯০ দশক হবে ওয়ার্ক স্টেশনের।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আইবিসিএস-প্রাইমেক্সের পরিচালক আঃ তৌহিদ। কোম্পানীটির নির্বাহী পরিচালক এ ওয়াই এম আহমেদ বলেন- ১৯৯০ সালে প্রথম কাজ পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কোম্পানীটি সার্ভিস ও সফটওয়্যার বিক্রি করে বিদেশে থেকে আয় করেছে ২,৫০,০০০ ডলার। ৯২-৯৩ সালে কোম্পানীটি ব্যবসা করেছে বিদেশ থেকে ২৯.৬ লক্ষ ডলার এবং স্থানীয়ভাবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার উপর। তিনি বছরে ৩৫% বর্ধনশীল এই কোম্পানীটিকে সান কর্তৃক নিযুক্ত করার বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন। জনাব আহমেদ গত অক্টোবরে ক্যালিফোর্ণিয়ায় সানের অফিসে আলোচনাকালে উপস্থিত থাকার এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখার জন্য খালেদ সালাহ উদ্দিন সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলাদেশে ইউএনডিপি-র ইলেক্ট্রনিক্স কনসাল্টেন্ট জনাব খালেদ সালাহ উদ্দিন বলেন- বর্তমান বিশ্বে কোন দেশের উন্নয়ন এবং ওয়ার্কস্টেশন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এদেশে অনেক মেধাবী যুবক রয়েছে, তারা কাজ চায়। সান তাদের প্রোগ্রামিংয়ের কাজ দিবে বলে কথা দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সান-এর পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত জানুয়ারী '৯৪ সংখ্যা মাসিক কমপিউটিং পত্রিকা সরবরাহ করা হয়। এতে সানের পণ্যের বিবরণসহ ৯ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন রয়েছে।

কম্প্যাকের আয় বেড়েছে

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

গত বছরের ৪র্থ কোয়ার্টারে কম্প্যাক কমপিউটার কর্পোরেশনের আয় বেড়েছে ৬৯.৭%। মুনাফা বেড়েছে এক বছর আগের এই কোয়ার্টারের ৮.৯ কোটি ডলার থেকে রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে ১৫.১ কোটি ডলার। গত কোয়ার্টারে কম্প্যাকের আয় ৫৭% বেড়ে ২.২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

গত সম্পূর্ণ বছরটিতে কম্প্যাকের মুনাফা বেড়েছে দ্বিগুণ। ১৯৯২ সালের ২১.৩ কোটি ডলার থেকে ৪৬.২ কোটি ডলার। আয় বেড়েছে ৭৬%। '৯৩ সালে ৭.২ বিলিয়ন ডলার যা ১বছর আগে ছিল ৪.১৬ বিলিয়ন ডলার। ইউরোপের বাজার ছাড়া পৃথিবীর সব এলাকাতেই কম্প্যাকের বিক্রি ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

এদিকে কম্প্যাক ঘোষণা দিয়েছে তারা এখন ইন্টেল ছাড়াও এএমডি–র চিপ ব্যবহার করবে।

কমপিউটার জগৎ-এর নতুন ফ্যাক্স নম্বর ঃ ৮৬২১৯২

If You Need

SOFTWARE DEVELOPMENT
COMPUTER & ENGINEERING CONSULTATION
COMPUTER TRAINING & SERVICES

Then

Come to Micrologic

TO

MICROLOGIC
SYSTEMS & SOLUTIONS (PVT) LTD.
A HOME OF DEDICATED YOUNG ENGINEERS
3/6, BLOCK, D. Lalmatia, Dhaka-1207, Tel : 329766

MICROLOGIC SYSTEMS & SOLUTIONS

Offers Training on the following Computer Courses :

WORD PERFECT 6.0	CLIPPER 5.2	QBASIC
LOTUS 1-2-3 REL. 3.4	MS-WORD	FORTRAN
QUATTRO PRO	WINDOWS 3.1	TURBO PASCAL
dBASE-IV Ver. 1.5	EXCEL for WINDOWS	TURBOC
ASSEMBLY LANGUAGE	AUTOCAD	& MORE

Address : 3/6, Block-D. Lalmatia, Dhaka-1207. Tel : 329766

Gateway 2000 –এর রেকর্ড পরিমাণ বিক্রি

আমেরিকার **Gateway 2000** জানিয়েছে যে, তারা গত বছর শেষ কোয়ার্টারে রেকর্ড পরিমাণ বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছে। গত বছর ৩য় কোয়ার্টারে তাদের বিক্রি ছিল ৪০ কোটি ডলার, ৪র্থ কোয়ার্টারে তা ৫৪.৫ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে কোম্পানীটি জানিয়েছে। তারা গত বছর মোট ১৭৩ কোটি ডলারের মূল্যের ৭ লক্ষ ইউনিট পিসি বিক্রি করেছে।

গেটওয়ের প্রেসিডেন্ট টেড ওয়েট–এর মতে বিক্রি বাড়ার কারণ হচ্ছে কোম্পানীটির ইন্টেল কর্পোরেশনের পেন্টিয়াম মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক পিসি, মাল্টিমিডিয়া পিসি এবং পোর্টেবল কমপিউটারসমূহ।

এশিয়ায় মাইক্রোসফট–এর সম্মেলন

আমেরিকার **মাইক্রোসফট কর্পো.** এশিয়ার সিস্টেমস ইন্টেগ্রেটর, সলিউশন ডেভেলপার, সাপোর্ট প্রফেশনাল এবং টেকনিক্যাল ম্যানেজারদের প্রযুক্তিজ্ঞান দানের জন্য হংকং-এ **Tech Ed Asia '94** নামে একটি সম্মেলনের আয়োজন করছে আগামী ১১-১৩ মে।

এশিয়ার বিভিন্ন জনপ্রিয় ভাষায় উইণ্ডোজ ভিত্তিক নানা ধরণের এপ্লিকেশন প্লাটফর্মে 'সলিউশন' তৈরি এবং ডেভেলপ করার প্রযুক্তিজ্ঞান সরবরাহ করা হবে এই সম্মেলনে।

মাইক্রোসফট ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও এ ধরণের অনুষ্ঠান করছে।

সম্মেলনে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে উইণ্ডোজ, উইণ্ডোজ ফর ওয়ার্ক গ্রুপস এবং উইণ্ডোজ এনটি অপারেটিং সিস্টেমস, মাইক্রোসফট ভিজ্যুয়াল বেসিক এবং ভিজ্যুয়াল C++ ; মাইক্রোসফট এক্সেস, ফক্সপ্রো এবং SQL সার্ভার ডাটাবেজ সিস্টেম; মাইক্রোসফট এক্সেস, প্রজেক্ট, ওয়ার্ড; মেইল ম্যাসেজিং সিস্টেম; এসএনএ সার্ভার, মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি এবং মাইক্রোসফট এট ওয়ার্ক।

বিশ্ব জুড়ে পিসির বিক্রি বেড়েছে

আমেরিকার **ডাটাকোয়েষ্ট**-এর মতে গত বছর পিসির বাজারে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিক্রি বেড়েছে **কম্প্যাকের**। এপলের স্থান দ্বিতীয়। ১৯৮৯ সালের পর থেকে আইবিএম পিসির বিক্রি কমে যাচ্ছিল। গত বছর তাদের বিক্রি বেড়েছে। এখন পিসি বিক্রির দিক দিয়ে আইবিএম–এর অবস্থান শীর্ষে।

কম্প্যাকের আয় ৯৩ সালে বেড়েছে দ্বিগুণ। বাজারে তার অংশ বেড়েছে ৩.৯%। পাঁচটি সবচেয়ে বেশি পিসি বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান **আইবিএম, এপল, কম্প্যাক, এনইসি এবং ডেল** তাদের অংশ ৬.২% বাড়িয়ে পিসি বাজারের ৪৪.১% দখল করেছে। বিশ্বের পিসির ৬৬২৭ কোটি ডলার বাজারের ১৩.৬% দখল করে আছে আইবিএম, আর এপল, কম্প্যাক, এনইসি এবং ডেল–এর অংশ হচ্ছে যথাক্রমে ১১%, ১০%, ৫.৭% এবং ৩.৮%।

দাম কমে যাওয়ায় ব্র্যাণ্ডহীন পিসির বিক্রি কমে গেছে এবং নাম করা কোম্পানীর পিসি বিক্রি বেড়েছে। ১৯৯২ সালে ৫৭০৫ কোটি ডলারের পিসি বিক্রি হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে এই পরিমাণ ১৬.২% বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬২৭ কোটি ডলার। গত বছর পিসির মূল্য অভাবিত কমে যাবার পরও এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

এপলের নতুন ২টি ম্যাক

এপল শিক্ষা বাজারের জন্য ২টি নতুন মডেলের ম্যাকিনটোশ কমপিউটার ছেড়েছে।

একটি মটোরোলার 68040LC মাইক্রোপ্রসেসরযুক্ত এলসি ৫৭৫। এতে রয়েছে সনি ট্রিনিট্রন রঙিন মনিটর, স্টেরিও স্পীকার, মাইক্রোফোন, আভ্যন্তরীণ ডাবল স্পীড সিডি-রম ড্রাইভ, ৫ মেঃবাঃ র‍্যাম, ১৬০ মেঃবাঃ হার্ডডিস্কসহ অন্যান্য ফীচার। এটির গতি কোয়াড্রা ৮০০–এর কাছাকাছি। দাম ১৬৯৯ ডলার।

অপরটি ৩৩ মেগাহার্টজের 68030 প্রসেসরযুক্ত এলসি ৫৫০। এতে রয়েছে ১৪ ইঞ্চি সনি ট্রিনিট্রন মনিটর, স্টেরিও স্পীকার, মাইক্রোফোন, ৪ মেঃবাঃ র‍্যাম, ১৬০ মেঃবাঃ হার্ড ড্রাইভ এবং সিডি-রম ড্রাইভের জন্য একটি আভ্যন্তরীণ স্লট। দাম ১১৯৯ ডলার।

দুটি এলসি মডেলকেই ৩৩ মেঃবাঃ র‍্যামে উন্নীত করা যায়, এগুলোতে রয়েছে এপলের সিস্টেম ৭.১ অপারেটিং সিস্টেম, এপলটক নেটওয়ার্কিং, ১.৪ মেঃবাঃ এপল সুপার ড্রাইভ যা ম্যাকিনটশ, এমএসডস, ওএস/২ এবং উইণ্ডোজে কাজ করতে পারে।

এগুলোকে পাওয়ার পিসিতে আপগ্রেড করার সুযোগও রয়েছে।

ক্যানন-এর নতুন BJ-200e বাবল জেট প্রিন্টার

আমেরিকার **ক্যানন কমপিউটার সিস্টেম ইন্‌ক** তাদের **BJ-200** বাবল জেট প্রিন্টারের উন্নত ভার্সন **BJ-200e** বাজারজাত শুরু করেছে।

SOHO (Small Office, Home Office) বাজারকে টার্গেট করা এ পণ্যটিতে রয়েছে একটি নতুন আট বিট ড্রাইভার, একটি মাল্টি-পাশ মোড এবং সফটওয়্যার ড্রাইভার, অতিরিক্ত ২০ ট্রুটাইপ ফন্ট, সফটওয়্যার ভিত্তিক অন-লাইন হেলপ এবং উভয় দিকে প্রিন্টিং ক্ষমতা।

আইবিএম পেন্টিয়াম উৎপাদন করবে না

আইবিএম কর্পো. এবং **ইন্টেল** ঘোষণা দিয়েছে যে আইবিএম পেন্টিয়াম চিপ তৈরির অধিকার ত্যাগ করবে। কোম্পানীটি তার পাওয়ার পিসি চিপ উৎপাদনে জোর দিবে।

এতদিন আইবিএম ইন্টেলের লাইসেন্সে তার নিজের প্রয়োজনীয় সকল চিপ উৎপাদন করতো। এতে তার খরচ কিছুটা কম পড়তো। ইন্টেলের সুবিধা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় পিসি নির্মাতা তাদের চিপ ব্যবহার করতো। তবে আইবিএম এখন ইন্টেলের জনপ্রিয় ৪৮৬ চিপ তৈরিতে বেশি মনোযোগ দিবে। তার পিসি লাইনের ৫০% এখন ৪৮৬ চিপের হবে। আগের চুক্তি অনুযায়ী এটি ২০% ছিল।

গত বছর আইবিএম ইন্টেল চিপ ব্যবহার করে ৪৩ লক্ষ পিসি বিক্রি করেছে। এ বছর আরও ১০ লক্ষ বেশি পিসি বিক্রির আশা করছে।

এখন পেন্টিয়াম-ভিত্তিক-পিসি-বানাতে-হলে-আইবিএমকে ইন্টেলের কাছ থেকে চিপ কিনতে হবে। ইন্টেল আশা করছে এ বছর যত পিসি বিক্রি হবে তার ১৫% হবে পেন্টিয়াম ভিত্তিক। গত বছর এর পরিমাণ ছিল ১%। তখন ৪৮৬ ভিত্তিক পিসির শেয়ার ছিল ৫৮%। গত বছরে বিক্রিত মোট ৩ কোটি ৬১ লক্ষ পিসির ৮৪% ছিল ইন্টেল আর্কিটেকচারের।

সূত্র ঃ আনন্দপত্র বাংলা সংবাদ আবাস

সেলুলার ফোন ঃ বাংলাদেশে ৩০০০ ডলার, পাকিস্তানে ১৫০০ ডলার

একটি সেলুলার ফোন পেতে হলে বাংলাদেশে খরচ হয় ৩০০০ ডলারেরও বেশি অথচ পাকিস্তানে এটি মাত্র ১৫০০ ডলারে পাওয়া যায়। এ তথ্য প্রকাশ করে দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকা জানিয়েছে মেসার্স হাচিসন নামক সিঙ্গাপুরের একটি কোম্পানী সরকারের কাছ থেকে এ দেশে একচেটিয়া ব্যবসালাভের অনুমতি পাওয়ার ফলেই এ উচ্চ মূল্য।

কোম্পানীটি স্থাপন খরচ ছাড়াও মাসিক ২৫০০ টাকা লাইন ভাড়া এবং প্রতি ৩ মিনিটের কলের জন্য ১০ টাকা চার্জ নিয়ে থাকে। গ্রাহক কোন কল রিসিভ করলেও কোম্পানীটিকে চার্জ দিতে হয়।

উচ্চ মূল্যের কারণে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কেবলমাত্র ১০০/১৫০ টি সেলুলার ফোন বিক্রি হয়েছে।

এদিকে সাধারণ টেলেফোন সংযোগ পাওয়ার জন্যও আগ্রহীদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। দশ হাজার টাকা উৎকোচ প্রদান ছাড়া নতুন সংযোগ পাওয়া খুবই দুষ্কর। প্রবাস থেকে ৩ বছর আগে ফেরার সময় জনৈক ব্যক্তি সাথে করে ফ্যাক্স মেশিন নিয়ে এসেছিলেন। আবেদনের তিন বছর পরও উনি টেলিফোন সংযোগ পাননি। বর্তমানে তিনি ফ্যাক্স মেশিন দিয়ে মাঝে মধ্যে কপিয়ারের কাজ সারছেন।

এদিকে পাড়ায় পাড়ায় ফ্যাক্স মেশিন বসিয়ে ঢাকাতেই একটি ফ্যাক্স পাঠাতে পৃষ্ঠা প্রতি ২০টাকা হারে চার্জ নিয়ে অনেকে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কমিউনিকেশন সেমিনার

২৪ ও ২৫ জানুয়ারী ঢাকার হোটেল সোনারগাঁও–এ **'থ্রী এম কমিউনিকেশন সেমিনার ফর ম্যানেজমেন্ট'** শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের আয়োজক ছিল ঢাকার কালাম এন্টারপ্রাইজ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের উপনেতা **জনাব বদরুদ্দোজা চৌধুরী এম.পি.**। থ্রী এম পণ্যের উপর বক্তব্য রাখেন থ্রী এম মালেশিয়ার মিঃ এলান লিম এবং থ্রী এম সিঙ্গাপুরের মিঃ এন্থানি কূ।

দুই দিন ব্যাপী সেমিনারটি চার পর্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বিভিন্ন সরকারী আধাসরকারী এবং বেসরকারী অফিস ছাড়াও এনজিও এবং বিদেশী মিশনগুলো থেকে প্রায় তিনশত লোক অংশগ্রহণ করে।

আবহ-এর নতুন ভার্সন

অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার্স থেকে কমপিউটার জগৎ-কে জানানো হয়েছে যে, **আবহ ৪.০** এর- নতুন ভার্সন ৪.১ তৈরী করা হয়েছে।

৪.১ এ পূর্বের ভার্সনের ত্রুটিসমূহ দূর করা হয়েছে এবং কী-বোর্ডও কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে।

৪.১ ওয়ার্ডপারফেক্ট ৬.০, ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশিট, স্পেলচেকার (তৈরি হচ্ছে)-এর সুবিধা রয়েছে।

এদিকে অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার্স ঠিকানা পরিবর্তন করে ২/১০, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এ অফিসের কাজ শুরু করেছে। তাদের ফোন নম্বর ৩২৩১২৭ এবং ফ্যাক্স ৮১৩০১৪ অপরিবর্তিত রয়েছে।

সংশোধনী

জানুয়ারী '৯৪ সংখ্যা **'কমপিউটার জগৎ'**-এর "dBASE IV OVER dBASE III PLUS" লেখায় "Dion" এর জায়গায় "DTOS( ) functon" হবে।

ছয়টি নতুন সফটওয়্যার

বাংলাদেশে সফটওয়্যার তৈরির এবং রপ্তানীর উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল আইবিসিএস প্রাইমেক্স সফটওয়্যার (বাংলাদেশ) লিঃ।

এ পর্যন্ত ছয়টি প্যাকেজ্ঞ সফটওয়্যার তারা তৈরি করেছে। এ সমস্ত সফটওয়্যার খুবই প্রতিযোগিতামূলক দামে সরবরাহের কথাও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আইবিসিএস-এর পরিচালক আঃ তৌহিদ জানিয়েছেন এ সমস্ত সফটওয়্যার ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে যে কোন ব্যবসায়িক এমনকি ব্যাংকিং-এর কাজেও লাগবে। তিনি আরও জানান বেশ কিছু জায়গায় এই সফটওয়্যারসমূহ বেশ সুনামের সাথে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সফটওয়্যারসমূহ সম্পর্কে জানতে আগ্রহীগণ আইবিসিএস প্রাইমেক্স-এ সরাসরি বা ফোনে (৮১৬৯২১ বা ৩২৫৯৩২) যোগাযোগ করতে পারেন।

পিসিটি সেন্টারে কমপিউটার প্রশিক্ষণ

৩১ শে জানুয়ারী তেল সেক্টর কোম্পানী ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের ভোক্তা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তাদের দশদিনব্যাপী কমপিউটার প্রশিক্ষণ চট্টগ্রামস্থ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ট্রেনিং সেন্টারে শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন ট্রেনিং সেন্টারের প্রধান প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী জনাব আ, ফ, ম, শামসুদ্দোহা। তিনি বলেন, প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বর্তমান সভ্যতার অতুলনীয় বিস্ময় ও শ্রেষ্ঠতম অবদান কমপিউটার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বলতে গেলে শুধু শূণ্যের কোঠায়ই নয়, ধারণাও সীমিত এবং উন্নত বিশ্বের তুলনায় এর ব্যবহার নেহায়েতই নগণ্য।

দুটি ব্যাচে মোট ৩৬ জন কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের কথা থাকলেও বর্তমানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন ১৫ জন কর্মকর্তা। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী উক্ত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

বিসিসি-র খবর

সম্প্রতি বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের দ্বাদশ কাউন্সিল সভায় সরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কমপিউটার ক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রিম অর্থ (সর্বোচ্চ ৪০,০০০ টাকা) প্রদানের জন্য একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। দীর্ঘ মেয়াদী সুদহীন ঋণ দেয়ার এই প্রস্তাবটি কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কমপিউটার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাবে। তবে অনুদান দেয়ার ব্যাপারটি শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে ভাবা উচিত ছিল বলে অনেকে দাবী জানিয়েছেন। এতে করে কমপিউটারায়ন বাড়বে বৈ কমবে না। এর ব্যাপকতার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সরকারী / বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকদের কথাও আনা যায়। যাদের হাতে গড়ে উঠবে ভবিষ্যত প্রজন্ম।

উল্লেখ্য, বিসিসি'র সভায় কয়েকটি নীতিমালা অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রস্তাব পাশের পর সেটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

উক্ত কাউন্সিল সভায় বিসিসির একটি প্রতীক চিহ্নও অনুমোদিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার।

এদিকে বিসিসিতে স্কুল-কলেজ প্রধানগণের জন্য বিশেষ কমপিউটার পরিচিতি কোর্স নামে ৭ দিনের একটি কোর্স পরিচালিত হতে যাচ্ছে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী থেকে। এতে ঢাকা শহরের প্রায় ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা তার প্রতিনিধি অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

মুরাদনগরে কমপিউটার সেন্টার

কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানায় 'পাউছিয়া কমপিউটার' নামে একটি ট্রেনিং সেন্টার চালু হয়েছে। সেন্টারটি উদ্বোধন করেন কুমিল্লার ক্লাসিক কমপিউটার সেন্টারের জনাব মজিবুর রহমান মুকুল। তিনি বলেন শিক্ষা কর্মসূচীর পাশাপাশি সকলকে কমপিউটারের ব্যবহারও জানতে হবে।

দ্রুত কমপিউটার জগৎ পেতে হলে

'কমপিউটার জগৎ' বের হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে পাওয়া যায়ঃ মোস্তফা বুক ষ্টল, কলাবাগান বাস ষ্ট্যান্ড; আম্মান বুক ষ্টল, সাইন্স ল্যাবরেটরী, অনুপম জ্ঞান ভান্ডার, ঢাকা ষ্টেডিয়াম (দোতলা); সাগর পাবলিশার্স, নিউ বেইলী রোড; মর্ডান বুক সেন্টার, নীলক্ষেত; সৃজনী, কমলাপুর রেলষ্টেশন; সংবাদ পত্র বিক্রয় কেন্দ্র, হোটেল শেরাটনের বিপরীতে।

চাকরির খবর

একটি প্রতিষ্ঠিত কমপিউটার প্রতিষ্ঠান, যারা আমেরিকার তৈরি কমপিউটার / সফটওয়্যার বাজারজাত করছে, এই প্রতিষ্ঠানে একজন অফিস ম্যানেজার ও একজন টেলিফোন অপারেটর / রিসেপশনিষ্ট প্রয়োজন। উভয় পদের জন্য প্রার্থীদের অবশ্যই ইংরেজীতে ভাল দখল থাকতে হবে। কমপিউটার চালানো, চিঠিপত্র লেখাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে দক্ষ মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করে প্রযত্নে- কমপিউটার জগৎ, ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫ এই ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাতে হবে। দরখাস্তের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি ও ১ কপি ছবি পাঠাতে হবে। শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারী '৯৪।

ABACUS & AUTOMATION LTD.

New Address

House No. 6, Road No. 14, Dhanmondi, Dhaka.

Ph : 813477, 816917, FAX : 813017

Acer–এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডলফিন-এর অংশগ্রহন

জানুয়ারী ২৩ থেকে ২৬ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে Acer–এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ৭৫ জন অংশগ্রহনকারী এশিয়া এবং আফ্রিকার ১৬টি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলাদেশ থেকে **ডলফিন কমপিউটারস লিঃ**-এর **জনাব মোহাম্মদ ওহাব** এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, নেপাল-এর এসার এক নম্বর কমপিউটার হিসেবে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই ওয়ার্কশপে দেশগুলোর এসার প্রতিনিধিরা কর্মপন্থা, পরিকল্পনা ও বাজারজাতকরণের তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

ডলফিন কমপিউটার্স–এর জনাব ওহাবের সাথে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড নেপাল এর প্রতিনিধিদের সাথে ব্যাপক আলোচনা হয়। আলোচনার মূল বিষয় ছিল এসারকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সবার সম্মিলিত উদ্যোগের পদ্ধতি নির্ধারণ। তাছাড়া কমপিউটার উৎপাদন এবং সংযোজনের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনা এবং পরবর্তী কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আগামী মার্চে ডলফিন প্রতিনিধি তাইওয়ান এবং ইন্দোনেশিয়া সফরের সময়ে এসব বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে বলে ।

কমপিউটারের সকল কাজে বাংলা ব্যবহার সম্ভব

বাংলাভাষা কেবলমাত্র ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর জন্য নয়। কমপিউটারের সকল কাজে বাংলা ব্যবহৃত হতে পারে। এমনকি ইউনিক্সে ১২৭টি ক্যারেক্টার ব্যবহার করে মুদ্রণমানের আউটপুট সম্ভব।

'কমপিউটার প্রফেশনালস এসোসিয়েশন' কর্তৃক আয়োজিত 'কমপিউটারে বাংলা ব্যবহার' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তাগণ উপরোক্ত মন্তব্য করেন। সেমিনারটি গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন **প্রফেসর খলিলুর রহমান খান**। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম শমশের আলী।

সেমিনারে মূল বক্তা ছিলেন বাংলা সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ **জনাব মোস্তাফা জব্বার** এবং **প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরী**। জনাব জব্বার তার ভাষণে বলেন, ফেব্রুয়ারী মাস এলে টিভিসহ সবখানে কমপিউটারে বাংলা প্রচলনের উপর কথা বলার জন্য ডাক পড়ে। আজ বাংলাভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র হয়েছে। অফিস আদালতে আইন আছে বাংলা ব্যবহারের। কমপিউটারে সকল কাজই বাংলায় করা সম্ভব। অথচ ব্যাংকের কাজ কর্ম, টেলিফোন বিলসহ সকল সরকারী আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে কমপিউটারে ব্যবহৃত হচ্ছে ইংরেজী। তিনি বাংলার ছাত্র হয়েও কেমন করে কমপিউটারে ফন্ট তৈরি করলেন তার চমৎকার বর্ণনা দেন। ১৯৮৭ সালে 'আনন্দপত্র' প্রকাশিত হবার পর কমপিউটার ব্যবহার করে বাংলা প্রকাশনার জগতে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ থেকে বাংলা উৎখাত করার ক্ষমতা কারো নেই।

প্রকৌশলী শামসুল হক চৌধুরী কমপিউটারে বাংলা ব্যবহারের উপর এক তথ্য বহুল লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। তিনি দেশে অবিলম্বে সফটওয়্যারের কপিরাইট আইন প্রণয়নের দাবী জানান।

সেমিনারের প্রধান অতিথি **প্রফেসর এম শমসের আলী** কমপিউটারে বাংলা ব্যবহারের সুষ্ঠু প্রসারের জন্য বিশেষজ্ঞ এবং উদ্ভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজেদের মধ্যে আন্তঃসংলাপ শুরু করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীতে কোন জাতি নেই যারা মাতৃ ভাষার মাধ্যম ছাড়া জ্ঞানার্জন বা উন্নতি করেছে। কিন্তু এটাও সত্যি এমন কোন জাতি নেই যারা মাতৃভাষা ছাড়া অন্ততঃ একটি ভাষা জানেন না।

প্রফেসর খলিলুর রহমান খান তার ভাষণে দুজন মূল বক্তাসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এসোসিয়েশনের মহাসচিব **মোঃ আলতাফ উদ্দিন শেখ** আগামীতে এ ধরনের আরও অনুষ্ঠান করার প্রত্যয় জানিয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সেমিনার শেষে কমপিউটারে ব্যবহৃত বাংলা সফটওয়্যারের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

সফটওয়্যার এসোসিয়েশনের আত্মপ্রকাশ

সম্প্রতি **"সফটওয়্যার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ"** (সাব) নামে একটি নতুন সফটওয়্যার এসোসিয়েশন আত্মপ্রকাশ করেছে। ৫ জানুয়ারী স্থানীয় এক হোটেলে অনুষ্ঠিত সভায় ১৯৯৪-৯৫ সালের জন্য নির্বাহী সদস্যের নাম ঘোষণা করেছে। ব্যাঙ্গডক এর পরিচালক **ডঃ লুৎফর রহমানের** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন এনজিও থেকে সফটওয়্যারে অভিজ্ঞ লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

এ সমিতির প্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে দেশের বিভিন্ন সফটওয়্যার উন্নয়নকারীগণকে সনাক্ত করা এবং সংগঠিত করা। এছাড়াও আছে বিভিন্ন সময়ে সভা-সমিতি করা, ম্যাগাজিন/নিউজলেটার প্রকাশ করা, জ্ঞানের আদান প্রদান করা, সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রির বাজার সনাক্ত করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো সমাধা করা।

বাঁ দিক থেকে, ডঃ মোঃ আব্দুল মোত্তালিব, কমপিউটার সাইন্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ডঃ মোঃ লুৎফর রহমান, ডাইরেক্টর, ব্যাঙ্গডক; মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, বি.সি.সি; মুনিরুজ্জামান চৌধুরী, ডাইরেক্টর, সিএনএস লিঃ

সভায় ঘোষিত ১৯৯৪-৯৫ সালের নির্বাহী পরিষদ নিম্নরূপ

ডঃ মোঃ আবদুল মোত্তালিব, সভাপতি, ডঃ মোহাম্মদ কায়কোবাদ, সহ-সভাপতি, ডঃ লুৎফর রহমান, সহ–সভাপতি, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহ–সভাপতি, মফিদুল হক, সহ–সভাপতি, মনির-উজ-জামান, সাধারন সম্পাদক, শেখ খালেদ গফুর, যুগ্ম সম্পাদক, মোঃ আবদুল মোত্তালিব, যুগ্ম সম্পাদক, প্রকৌশলী মোঃ আবদুস সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক, মনির উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ, মোঃ মনিরুল ইসলাম ভূইয়া, তথ্য সম্পাদক, মোঃ শহিদুল ইসলাম সোহেল, প্রচার সম্পাদক, আতিকুল হক মজুমদার, সেমিনার সচিব, জাহিদ ফেরদৌস রুমী, গবেষনা-সম্পাদক, জাওয়াদ এইচ কাজী, লাইব্রেরী-সম্পাদক, গোলাম জিলানী, অফিস সম্পাদক এবং সদস্য হচ্ছেন ডঃ মোঃ লুৎফর রহমান, ডঃ মোঃ ইউসুফ, ডঃ নজরুল ইসলাম, প্রকৌশলী আহমেদ সুলতানউদ্দিন বাবলা, প্রকৌশলী ইকবাল মাহ্‌মুদ, মোঃ সবুর খান, সালাহউদ্দিন, আশরাফুল ইসলাম এবং এইচ এম মাহফুজুল আরিফ।

কমপিউটার কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞের নমুনা

ঢাকা শহরের শিক্ষকদের এক সভায় বিসিসির নির্বাহী কর্মকর্তা কমপিউটারকে **'শয়তানের বাক্স'** বলে আখ্যায়িত করেন।

স্কুলে কমপিউটার পরিচিতি এবং কমপিউটার শিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলার জন্য ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটি বাছাই করা স্কুল থেকে শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিসিসিতে। তাদের এই সভায় উক্ত কর্মকর্তা কমপিউটারকে শয়তানের বাক্স বলে আখ্যায়িত করে বলেন–এর কারণেই আমেরিকাতে গজব পড়ছে এবং পড়বে। অচিরেই অসীম ক্ষমতাধর ভাইরাস বিদ্যুতের তার বেয়ে বেয়ে সমস্ত কমপিউটারে ঢুকে তাদের সব কার্যক্রম নষ্ট করে ফেলবে। যে সমস্ত ব্যাংক কমপিউটার ব্যবহার করছে তারা অতি শীঘ্রই দেউলিয়া হয়ে পড়বে।

তিনি শিক্ষকদের এটা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। অবশ্য উপস্থিত শিক্ষকগণ তার কথার তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ করেন এবং কমপিউটার সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করেন বলে জানা গেছে।।

চট্টগ্রামে সিএণ্ডসি

ঢাকার বনানীস্থ দি কমপিউটার্স এণ্ড কমিউনিকেশন চট্টগ্রামে তাদের একটি শাখার উদ্বোধন করছে। চট্টগ্রামে কমপিউটার, পেরিফেরালস বিক্রয় এবং সেবা প্রদানসহ ঢাকার মত নির্ধারিত কমপিউটার কোর্সের ট্রেনিং দেয়া হবে। সিএণ্ডসি–র পরিচালক এম.কে চৌধুরী জানিয়েছেন চট্টগ্রামে সকল কোর্সের প্রথম ব্যাচ ঢাকার তুলনায় ৩০ ভাগ কম হারে ট্রেনিং করার সুযোগ পাবে।

এম.কে. চৌধুরী আরও জানান শীঘ্রই তারা ধানমণ্ডিতে বিক্রয় ও ট্রেনিং কার্যক্রমের জন্য সিএণ্ডসি'র একটি শাখা খুলতে যাচ্ছেন।